345000 - "বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়..." শীর্ষক হাদিস ও "ওহে বান্দারা, নিশ্চয় তোমরা কখনও আমাকে ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না..." শীর্ষক হাদিসের মাঝে সমন্বয়

প্রশ্ন

কিভাবে আমরা হাদিসে কুদসি *"ওহে বান্দারা, নিশ্চয় তোমরা কখনও আমাকে ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে"* এবং অন্য হাদিস *"বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। আমিই সময়। আমার হাতেই নির্দেশ। আমিই রাতদিনের পরিবর্তন ঘটাই।"* এর মাঝে সমন্বয় করতে পারি? আশা করি বিস্তারিত জবাব দিবেন; যাতে করে আমি ভালভাবে বুঝতে পারি এবং ইনশাআল্লাহ্‌ অন্যকে শিখাতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: *"আল্লাহ্‌ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বলেন: বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। আমিই সময়। আমার হাতেই নির্দেশ। আমিই রাতদিনের পরিবর্তন ঘটাই।'*[সহিহ বুখারী (৪৮২৬) ও সহিহ মুসলিম (২২৪৬)]

এই হাদিস আবু যার (রাঃ) এর হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যাতে এসেছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌ তাআলা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: *"...ওহে বান্দারা, নিশ্চয় তোমরা আমার ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, আমার ক্ষতি করবে এবং তোমরা আমার উপকার করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, উপকার করবে...'*[সহিহ মুসলিম (২৫৭৭)]

সাংঘর্ষিক না হওয়া একাধিক দিক থেকে ফুটে উঠে:

প্রথম দিক:

কষ্টপ্রাপ্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে অনিবার্য করা এবং কষ্ট ও ক্ষতির মাঝে অবিচ্ছিন্নতা: মানুষের ক্ষেত্রে প্রবল। যে মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে দুর্বলতা ও কসুর। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলা: তাঁর মত কোন কিছু নেই।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

"আল্লাহ্‌র কষ্ট মাখলুকের ক্ষেত্রে অর্জিত কষ্ট শ্রেণীয় নয়। যেমনিভাবে তাঁর ক্রোধ, রাগ ও অপছন্দ মাখলুকের (ক্রোধ, রাগ ও অপছন্দ) শ্রেণীয় নয়"।[আস-সাওয়ায়েক আল-মুরসালা (৪/১৭৫১)]

সুতরাং এটি আল্লাহ্‌র 'ক্রোধ' গুণ এর মত। অন্যের আচরণে মানুষের মধ্যে যে ক্রোধ জন্মে হতে পারে সেটি মানুষের ক্ষতি করে; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ক্রুদ্ধ করে এটি তাঁর কোন ক্ষতি করে না। যেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা

কাফের ও মুরতাদদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন: *"এটা এজন্য যে, যা আল্লাহ্‌কে ক্রুদ্ধ করে তারা সেটার অনুসরণ করেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে তারা অপছন্দ করেছে। তাই তিনি তাদের কর্মগুলো নিষ্ফল করে দিয়েছেন।"*[সূরা মুহাম্মদ; ৪৭:২৮]

তাদের কুফরি ও মন্দ আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌কে ক্রুদ্ধ করেছে বটে; কিন্তু তারা কখনও আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারবে না। যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন: *"নিশ্চয় যারা কুফরি করে ও আল্লাহ্‌র পথ থেকে (মানুষকে) ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের কাছে সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তিনিই তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন।"*[সূরা মুহাম্মদ; ৪৭:৩২]

দ্বিতীয় দিক:

"কষ্ট": কষ্টের বিষয়টি হালকা; কষ্ট ক্ষতির পর্যায়ে পৌঁছে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

"খাত্তাবী ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে, বুৎপত্তিগত দিক থেকে 'কষ্ট'-এর বিষয়টি হালকা এবং এর অকল্যাণ ও মন্দের প্রভাব দুর্বল— এ ব্যাপারটি খেয়ালে রাখা বাঞ্ছনীয়। তিনি যা বলেছেন বিষয়টি তেমনই। শব্দটির নানাবিধ ব্যবহার সেটাই প্রমাণ করে। এর উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণীতে: *"তারা কষ্ট দেয়া ছাড়া তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"*

এই জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন: *"নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়।"* এবং তাঁর রাসূল তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, *"বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়।"* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: *"কাব বিন আশরাফের জন্য কে আছ? নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে"*। তিনি আরও বলেন: *"কষ্টকর কিছু শুনে ধৈর্য রাখার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে? তারা তাঁর সাথে সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তাঁর জন্য সন্তান নির্ধারণ করে; অথচ তিনি তাদেরকে সুস্থতা দিয়ে যাচ্ছেন এবং জীবিকা দিয়ে যাচ্ছেন"*। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরও বর্ণনা করেন: *"ওহে বান্দারা, নিশ্চয় তোমরা আমার ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, আমার ক্ষতি করবে"*। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেন: "*যারা কুফরির দিকে ধাবিত হয় তারা যেন আপনাকে দুশ্চিন্তায় না ফেলে। তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না।*"[সূরা আলে-ইমরান; ৩:১৭৬]

অতএব তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মাখলুক কুফরি করার মাধ্যমে তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না; কিন্তু তাঁকে কষ্ট দিবে: যখন তারা পরিস্থিতি পরিবর্তনকারীকে গালি দিবে, যখন তারা তাঁর জন্য সন্তান ও শরীক স্থাপন করবে কিংবা তারা তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরকে কষ্ট দিবে।"[আস-সারিমুল মাসলুল (২/১১৮-১১৯) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“কষ্ট ক্ষতিকে অনিবার্য করে না। মানুষ বিশ্রী কিছু শুনে বা দেখে কষ্ট পায়; কিন্তু এর দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। পেঁয়াজ ও রসুনের দুর্গন্ধে কষ্ট পায়; কিন্তু এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে কষ্ট সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন: *“নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন। তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তিও প্রস্তুত করে রেখেছেন।”*[সূরা আহযাব; ৩৩:৫৭] হাদিসে কুদসীতে আছে: *“বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়”*। কিন্তু কেউ তার ক্ষতি করতে পারাকে তিনি নাকচ করেছেন। তিনি বলেন: *“নিশ্চয় তারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না”*। হাদিসে কুদসিতে এসেছে: *“ওহে বান্দারা, নিশ্চয় তোমরা আমার ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, আমার ক্ষতি করবে”।* [আল-ক্বওলুল মুফিদ (২/২৪১) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন আকীল (রহঃ) বলেন:

“পক্ষান্তরে হাদিসদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয়: আলহামদু লিল্লাহ্; হাদিসদ্বয়ের মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য নেই। কেননা কষ্ট ক্ষতির চেয়ে হালকা। তাছাড়া একটি অপরটিকে আবশ্যক করে না। কুরআনে কারীমে কষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্‌র বাণীতে এসেছে: *“নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন।”*[সূরা আহযাব; ৩৩:৫৭]

অতএব, আল্লাহ্ তাআলা কষ্ট পান; যেমনটি হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে; যদিও বান্দারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না। যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন: *“যারা কুফরির দিকে ধাবিত হয় তারা যেন আপনাকে দুশ্চিন্তায় না ফেলে। তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”*[সূরা আলে-ইমরান; ৩:১৭৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোতবাতে বলতেন: *“আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের) অবাধ্য হবে সে ব্যক্তি নিজের ক্ষতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করবে না”*।[ফাতাওয়া ইবনে আকীল (২/২৭৩) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।